রেজিষ্টার্ড নং ডি এ - ১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ২১, ১৯৯২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২১শে অক্টোবর, ১৯৯২/ ৬ই কার্তিক, ১৩৯৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২০শে অক্টোবর, ১৯৯২ (৫ই কার্তিক, ১৩৯৯) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:-

১৯৯২ সনের ৩৮নং আইন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিধানকরণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সকল পর্যায়ের শিক্ষায় জনগণের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত ও ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:–

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :** – এই আইন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ নামে অভিহিত হইবে।

2| **সংজ্ঞা :** – বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "আঞ্চলিক কেন্দ্র" অর্থ বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলী সমন্বয়করণ, তদারককরণ এবং ষ্টাডি সেন্টার ও সহযোগী সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তক কোন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত কোন আঞ্চলিক কেন্দ্র;

(খ) "একাডেমিক কাউন্সিল" অর্থ ধারা ২২ এর অধীন গঠিত একাডেমিক কাউন্সিল;

(গ) "কমিশন" অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (P.O. No. 10 of 1973) দ্বারা গঠিত University Grants Commission of Bangladesh;

(ঘ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ১৮এর অধীন কোন কর্তৃপক্ষ;

(ঙ) "কোষাধ্যক্ষ" অর্থ ধারা ১৫এর অধীন নিযুক্ত কোষাধ্যক্ষ;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(চ) "চ্যান্সেলর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর;

(ছ) "ছাত্র" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য ছাত্র হিসাবে ভর্তিকৃত যে কোন পুরুষ বা নারী;

(জ) "দূরশিক্ষণ পদ্ধতি" অর্থ বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম, যথা, করেসপনডেন্স, রেডিও, টেলিভিশন, সেমিনার বা কন্টাক্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে অথবা ঐ সকলের দুই বা ততোধিক পদ্ধতির সমন্বয়ে শিক্ষাদান;

(ঝ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঞ) "প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর" অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন নিয়োগকৃত কোন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(ট) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ এই আইনের অধীনে স্থাপিত বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঠ) "বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন" অর্থ ধারা ৩৪ এর অধীন প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন;

(ড) "বোর্ড" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত বোর্ড অব গভর্ণর্স;

(ঢ) "ভাইস-চ্যান্সেলর" অর্থ ধারা ১২ এর অধীন নিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর;

(ণ) "শিক্ষক" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃত অন্য কোন ব্যক্তি;

(ত) "স্কুল" অর্থ ধারা ২৩ -এর অধীন কোন স্কুল;

(থ) "ষ্টাডি সেন্টার" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রদিগকে তাহাদের শিক্ষার ব্যপারে কোন সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত বা স্বীকৃত কোন সেন্টার এবং এতদুদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত কোন সহযোগী সেন্টারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(দ) "সংবিধি" অর্থ ধারা ৩২ এর অধীন প্রণীত সংবিধি।

৩। **বিশ্ববিদ্যালয়।---**

(১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর, প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর ও প্রথম উপ-ভাইস-চ্যান্সেলরগণ এবং বোর্ড এর প্রথম সদস্যগণ, একাডেমিক কাউন্সিলের প্রথম সদস্যগণ এবং একাডেমিক প্লানিং কমিটির প্রথম সদস্যগণ এবং ইহার পর যে সকল ব্যক্তি অনুরূপে কর্মকর্তা বা সদস্য হইবেন, তাঁহারা যতদিন পর্যন্ত অনুরূপ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন বা অনুরূপ সদস্য থাকিবেন ততদিন, তাঁহাদের লইয়া বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা গঠিত হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ধারাবাহিকতা এবং একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং উক্ত নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দপ্তর।---**

বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দপ্তর গাজীপুরে অবস্থিত থাকিবে; তবে বিশ্ববিদ্যালয়, উহার বিবেচনায় উপযুক্ত, বাংলাদেশের অন্য যে কোন স্থানে আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহ ও ষ্টাডি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

৫। **বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।---**

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইবে যে কোন ধরনের যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পন্থায় সর্বস্তরের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষাকে গণমূখীকরণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট শিক্ষার সুযোগ পৌছাইয়া দেওয়া এবং সাধারণভাবে জনগণের শিক্ষার মান উন্নীত করিয়া দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা।

৬। **বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা।---**

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতাসমূহ থাকিবে, যথা :-

(ক) জাতীয় উন্নয়নের তাগিদে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত জ্ঞানের ক্ষেত্রসমূহে প্রযুক্তি, বৃত্তি এবং পেশাগত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা এবং গবেষণার ব্যবস্থাকরণ;

(খ) ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রদানের অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রমসমূহে পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রণয়ন;

(গ) পরীক্ষা গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও রেগুলেশন অনুযায়ী কোন পাঠ্যক্রম অনুসরণকারী বা গবেষণাকার্য সম্পাদনকারী কোন ব্যক্তিকে ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে অন্য কোন সম্মান বা স্বীকৃতি প্রদান;

(ঘ) সংবিধিতে ব্যবস্থিত পদ্ধতিতে কোন সম্মানসূচক ডিগ্রী বা বিশেষ সম্মান প্রদান;

(ঙ) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পাঠ প্রদান বা শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতকরণ অথবা অন্যান্য শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা, তৎসহ শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিতরণ এবং ছাত্রদের কাজের মূল্যায়ন করিবার জন্য অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক ও অন্যান্য শিক্ষকের পদ সৃষ্টিকরণ এবং ঐ সকল পদে প্রয়োজনীয় নিয়োগ দান;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করে এমন কোন উদ্দেশ্যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান, পেশাধারী সংগঠন এবং সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান এবং উহাদের সহযোগিতা চাওয়া;

(ছ) মেধার স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করে সেরূপ ফেলোশীপ, স্কলারশীপ, প্রাইজ এবং অন্যান্য পুরস্কার প্রবর্তন;

(জ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সময় সময় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;

(ঝ) মুদ্রিত উপকরণ, ফিল্ম, ক্যাসেট, টেপ, ভিডিও ক্যাসেট এবং সফট্‌ওয়্যারসহ সকল প্রকার উপকরণ প্রস্তুতকরণ;

(ঞ) শিক্ষা পাঠ্যক্রম সংগঠন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে, শিক্ষক, পাঠ্যসূচী তদারককারী পাঠলেখক ও মূল্যায়নকারী এবং একাডেমিক স্টাফ এর জন্য রিফ্রেশার কোর্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং অন্যান্য কর্মসূচীর আয়োজন;

(ট) অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান বা উচ্চ শিক্ষার যে কোন পাদপীঠের পরীক্ষাসমূহ ও পাঠদানকালসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ ও পাঠদানকালের সহিত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সমতুল্য কিনা তাহা বিবেচনা করা এবং যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রদান করা; এবং যথাযথ বিবেচনা করিলে যে কোন সময় উক্ত স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা;

(ঠ) শিক্ষা বিষয় প্রযুক্তি এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়াদির গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা;

(ড) প্রশাসনিক সহায়ক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদ সৃস্টি করিয়া ঐ সকল পদে নিয়োগ প্রদান করা;

(ঢ) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে কল্যাণমূলক দান, চাঁদা এবং উপহার গ্রহণ করা এবং ট্রাষ্টের ও সরকারী সম্পত্তিসহ যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করা, অধিকারে রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং উহাদের বিলি-ব্যবস্থা করা;

(ণ) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে, সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ বন্ধক রাখিয়া বা অন্য যে কোন প্রকারে ঋণ গ্রহণ করা;

(ত) কোন চুক্তিবদ্ধ হওয়া, চুক্তির বাস্তবায়ন করা, চুক্তির শর্ত পরিবর্তন অথবা চুক্তি বাতিল করা;

(থ) রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত ফিস ও অন্যান্য খরচ দাবী ও আদায় করা;

(দ) ছাত্র এবং সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা ও বজায় রাখা এবং তাহাদের আচরণবিধি প্রণয়ন ও কার্যকর করা;

(ধ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত উদ্দেশ্যে যে কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পাদপীঠকে স্বীকৃতি প্রদান করা এবং যে কোন সময় উহা প্রত্যাহার করা;

(ন) বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যসমূহ সফল করার ক্ষেত্রে অবদান রাখিতে পারেন এমন কোন ভ্রাম্যমান অধ্যাপক, অবৈতনিক অধ্যাপক, এমেরিটাস অধ্যাপক, পরামর্শক, গবেষণা সহচর, স্কলার, শিল্পী, পাঠলেখক বা অন্য কোন ব্যক্তিকে চুক্তিতে বা প্রকারান্তরে নিয়োগ করা;

(প) রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত শর্তে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় কর্মরত কোন ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে স্বীকৃতি প্রদান করা;

(ফ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে ছাত্র ভর্তির উদ্দেশ্যে পরীক্ষা, মূল্যায়ন এবং অন্য যে কোন পরীক্ষা পদ্ধতিসহ মান নির্ধারণ এবং তৎসম্পর্কে সুনির্দিস্ট শর্তাবলী আরোপ করা;

(ব) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বা যে কোন উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক সকল বা যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুসঙ্গিক যে কোন কার্য করা।

৭। **এখতিয়ার।---**

বিশ্ববিদ্যালয় এই আইন দ্বারা বা ইহার অধীন অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

৮। **জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত।---**

(১) যে কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) উপধারা (১) এর কোন কিছুই নারী বা সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর কোন ব্যক্তির নিয়োগ বা ভর্তির ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিবৃত্ত করে বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

৯। **বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী।---**

(১) শিক্ষাদানের বিভিন্ন কার্যক্রম সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং করেস্পন্ডেস প্যাকেজ, ফিল্ম, ক্যাসেট, টেলিভশন অনুষ্ঠান, বেতার অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, টিউটরিয়েল, আলোচনা, সেমিনার, পরিদর্শন, প্রদর্শন এবং ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কশপ ও কৃষি জমিতে ব্যবহারিক শিক্ষাসহ বাস্তব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অন্যান্য মাধ্যমে শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ উক্ত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) অনুরূপ শিক্ষাদান কার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিগণ সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবেন।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীসমূহ যথাক্রমে রেগুলেশন ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষাদান কার্যের সম্পূরক হিসাবে প্রবিধান দ্বারা ব্যবস্থিত শর্তানুসারে টিউটরিয়েলের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

১০। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাগণ।---
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ থাকিবেন, যথা-

(ক) চ্যান্সেলর;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(ঘ) কোষাধ্যক্ষ;

(ঙ) রেজিস্ট্রার;

(চ) ডীনবৃন্দ;

(ছ) পরিচালকগণ;

(জ) গ্রন্থাগারিক;

(ঝ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;

(ঞ) আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের পরিচালকগণ;

(ট) বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী;

(ঠ) সংবিধি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা হিসাবে ঘোষিত অন্যান্য কর্মকর্তা।

১১। চ্যান্সেলর।---

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হইবেন এবং তিনি একাডেমিক ডিগ্রী ও সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, চ্যান্সেলর ইচ্ছা করিলে কোন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে পারিবেন।

(২) চ্যান্সেলর তাঁহার উপর এই আইন ও সংবিধি দ্বারা অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

(৩) সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের প্রতিটি প্রস্তাবে চ্যান্সেলরের অনুমোদন থাকিতে হইবে।

(৪) ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট হইতে রিপোর্ট প্রাপ্তির ভিত্তিতে চ্যান্সেলরের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম গুরতরভাবে বিঘ্নিত হওয়ার মত অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে, তাহা হইলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম চালু রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় আদেশ ও নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং অনুরূপ আদেশ ও নির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে এবং ভাইস-চ্যান্সেলর উক্ত আদেশ বা নির্দেশ কার্যকর করিবেন।

১২। ভাইস চ্যান্সেলর।---

(১) ভাইস-চ্যান্সেলর চার বৎসর মেয়াদে চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তিনি পরবর্তী আর একটি মেয়াদে নিযুক্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর যাহা কিছু থাকুক না কেন, চ্যান্সেলরের সন্তোষানুযায়ী ভাইস-চ্যান্সেলর স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৩) ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ শূন্য হইলে, চ্যান্সেলর ভাইস-চ্যান্সেলরের পদের দায়িত্ব পালনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৩। ভাইস-চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।---

(১) ভাইস-চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী ও একাডেমিক কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি পদাধীকারবলে বোর্ড, একাডেমিক কাউন্সিল, অর্থ কমিটি, ওয়ার্কস কমিটি এবং ষ্টাফ অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন এবং তাঁহার

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কর্তৃপক্ষের সভায় উপস্থিত হওয়ার ও বক্তব্য রাখিবার অধিকার থাকিবে; তবে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদস্য না হইলে তথায় তাঁহার ভোটাধিকার থাকিবে না।

(২) ভাইস-চ্যান্সেলর বোর্ড, অর্থ কমিটি, ওয়ার্কস কমিটি, স্টাফ অ্যাফেয়ার্স কমিটি, ডিসিপ্লিনারী কমিটি এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সভা আহ্বান করিবেন এবং উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কোন জরুরী পরিস্থিতিতে ভাইস-চ্যান্সেলরের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্তের সহিত ভাইস-চ্যান্সেলর ঐক্যমত পোষণ না করিলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন স্থগিত রাখিয়া তাঁহার মতামতসহ সিদ্ধান্তটি সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরবর্তী নিয়মিত সভায় পূণর্বিবেচনার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরৎ পাঠাইতে পারিবেন এবং যদি উক্ত কর্তৃপক্ষ পূণর্বিবেচনার পর ভাইস-চ্যান্সেলরের সহিত ঐক্যমত পোষণ না করে তাহা হইলে তিনি বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৫) এই আইন, সংবিধি ও রেগুলেশন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ভাইস-চ্যান্সেলরের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অধস্তন কর্মচারীগণের বরখাস্ত, সাময়িক বরখাস্ত এবং তাঁহাদের বিরদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সর্ম্পকে বোর্ড এর সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবেন।

(৬) ভাইস-চ্যান্সেলর সাধারণতঃ এবং অস্থায়ীভাবে অনধিক ছয় মাসের জন্য অধ্যাপক ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা এবং প্রশাসনিক ও অধস্তন কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ নিয়োগের বিষয়ে বোর্ডকে অবহিত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে কোন পদ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত না হইয়া থাকিলে সেই পদে উক্তরূপ নিয়োগ দান করা যাইবে না।

(৭) ভাইস-চ্যান্সেলর তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজন মনে করিলে তাঁহার যে কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৮) সংবিধি বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষমতা ও ভাইস-চ্যান্সেলর প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

১৪। **প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর।---**

(১) চ্যান্সেলর তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে এবং ভাইস-চ্যান্সেলরের সহিত পরামর্শক্রমে, চার বৎসরের মেয়াদে এক বা একাধিক প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) ভাইস-চ্যান্সেলরের সহিত পরামর্শক্রমে চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ব্যতীত কোন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরকে চাকুরী হইতে অপসারণ করা যাইবে না।

১৫। **কোষাধ্যক্ষ।---**

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কোষাধ্যক্ষ থাকিবেন, যাহাকে চ্যান্সেলর নির্ধারিত শর্তে এবং ভাইস-চ্যান্সেলরের সহিত পরামর্শক্রমে, চার বৎসরের মেয়াদে নিযুক্ত করিবেন।

(২) কোষাধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের সাধারণ তদারকি করিবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সংক্রান্ত নীতি সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন।

(৩) কোষাধ্যক্ষ, বোর্ড ও ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ও বিনিয়োগসমূহ পরিচালনা করিবেন এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেট ও হিসাব বিবরণী পেশ করার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৪) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোষাধ্যক্ষ, ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমোদন সাপেক্ষে, আর্থিক শৃঙ্খলা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন ও প্রবিধান অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরকৃত ও বরাদ্দকৃত ব্যয়ের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৫) কোষাধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সকল অর্থ বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন।

(৬) কোষাধ্যক্ষ সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

১৬। রেজিস্ট্রার।---

রেজিস্ট্রার বোর্ড এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন, এবং বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে, অর্থ বিষয়ক চুক্তি ব্যতীত, শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত চুক্তিসহ অন্য যে কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কোন রেকর্ডের যথার্থতা প্রদান করিবেন।

১৭। অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ, তাঁহাদের ক্ষমতা ইত্যাদি।---

(১) যে সকল কর্মকর্তার নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে এই আইনের অন্য কোথাও কোন বিধান করা হয় নাই সে সকল কর্মকর্তা সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৮। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।---

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নরূপ কর্তৃপক্ষ থাকিবে, যথা :-

(ক) বোর্ড;

(খ) একাডেমিক কাউন্সিল;

(গ) স্কুল;

(ঘ) পাঠ্যক্রম কমিটি;

(ঙ) অর্থ কমিটি;

(চ) ওয়ার্কস কমিটি;

(ছ) ষ্টাফ অ্যাফেয়ার্স কমিটি;

(জ) বাছাই বোর্ড;

(ঝ) একাডেমিক প্লানিং কমিটি;

(ঞ) ভর্তি কমিটি;

(ট) তুল্যতা (equivalence) কমিটি;

(ঠ) শৃঙ্খলা কমিটি;

(ড) সংবিধিতে বিবৃত অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

১৯। বোর্ড।---

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বোর্ড অব গভর্ণর্স থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর , যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) চ্যান্সেলর কর্তৃক পর্যায়ক্রমে মনোনীত একজন করিয়া প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ;

(গ) কোষাধ্যক্ষ;

(ঘ) সরকারের শিক্ষা সচিব;

(ঙ) সরকারের তথ্য সচিব;

(চ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহির হইতে একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী মহল হইতে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি এবং দুইজন খ্যাতনামা পেশাজীবী;

(ছ) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে বোর্ড কর্তৃক মনোনীত স্কুলসমূহ হইতে দুইজন ডীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (গ), (ঘ) ও (ঙ) তে উল্লিখিত কোন সদস্য ব্যতীত বোর্ডের অন্য কোন সদস্য দুই বৎসর মেয়াদে তাঁহাদের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং তাঁহাদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের উত্তরাধিকারী সদস্যগণ মনোনীত হইয়া তাঁহাদের পদের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁহারা স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

২০। বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।---

(১) বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী সংস্থা হইবে এবং এই আইনের বিধান ও ভাইস-চ্যান্সেলরের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকান্ড ও সম্পত্তির উপর বোর্ডের সাধারণ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা থাকিবে এবং এই আইন, সংবিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন এবং প্রবিধানের বিধানসমূহের যথাযথ পালন নিশ্চিত করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া বোর্ড বিশেষত:-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি অর্জন ও তহবিল সংগ্রহ করিবে, উহা অধিকারে রাখিবে এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবে;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সীল মোহরের আকার নির্ধারণ এবং উহার হেফাজতের ব্যবস্থা ও ব্যবহার পদ্ধতি নিরূপণ করিবে;

(গ) এই আইন দ্বারা ভাইস-চ্যান্সেলরের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে এবং এই আইন, সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশনের বিধান অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করিবে;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রাপ্ত সকল উইলের পূর্ণবিবরণসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক চাহিদার পূর্ণবিবরণ প্রতি বৎসর কমিশনের নিকট পেশ করিবে;

(ঙ) বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত যে কোন তহবিল পরিচালনা করিবে;

(চ) এই আইন বা সংবিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ এবং তাঁহাদের দায়িত্ব ও চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ করিবে এবং তাঁহাদের শূন্য পদ পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ছ) সংবিধি প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিল করিবে;

(জ) এই আইন ও সংবিধির বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন প্রণয়ন করিবে;

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উইল দান এবং উহার অনুকূলে হস্তান্তরকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করিবে;

(ঞ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠান এবং উহার ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে;

(ট) সংবিধি অনুসারে এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক এবং অন্যান্য শিক্ষক ও গবেষকের পদ সৃস্টি করিবে;

(ঠ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, করণিক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের ব্যপারে উহার ক্ষমতা কোন নির্ধারিত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে;

(ড) এই আইন বা সংবিধি দ্বারা উহার উপর অর্পিত ও আরোপিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবে;

(ঢ) এই আইন বা সংবিধি দ্বারা অন্যভাবে প্রদত্ত হয় নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

২১। একাডেমিক কাউন্সিল।---

একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষা বিষয়ক সংস্থা হইবে এবং এই আইন, সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ও উহার নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করিবে।

২২। একাডেমিক কাউন্সিলের গঠন।---

(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর; যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) স্কুলসমুহের ডীনগণ;

(ঘ) অধ্যাপকগণ;

(ঙ) লাইব্রেরীয়ান;

(চ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;

(ছ) চ্যান্সেলর কর্তৃক, ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, মনোনীত এমন দশজন সদস্য যাঁহারা একাডেমিক কাউন্সিলে বিভিন্ন শিক্ষাগত ও পেশাগত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন;

(জ) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সহযোগী অধ্যাপকের পদমর্যাদার নিম্নের নহেন, বোর্ড কর্তৃক মনোনীত এমন দশজন সদস্য, যাঁহাদের মধ্যে অনধিক তিনজন আঞ্চলিক পরিচালক থাকিবেন, যাঁহারা শিক্ষকতা পদে নিয়োজিত নাও থাকিতে পারেন।

(২) একাডেমিক কাউন্সিলের মনোনীত কোন সদস্য তাঁহার মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসরের মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহার পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন :

তবে আরও শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মনোনীত কোন সদস্য যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে বহাল থাকেন ততদিন তিনি একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য থাকিবেন।

২৩। **স্কুল সমূহ**।---

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা, মানবিক বিষয়াবলী, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, প্রকৌশল ও কারিগরী, সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক স্কুলসমূহ, নারী-শিক্ষা বিষয়ক স্কুলসমূহ, উন্মুক্ত স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য স্কুল অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(২) একাডেমিক কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, প্রত্যেক স্কুল বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বে থাকিবে।

(৩) স্কুলের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) প্রত্যেক স্কুলে একজন করিয়া ডীন থাকিবেন এবং তিনি ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণে ও সাধারণ তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে, স্কুল সম্পর্কিত সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন ও প্রবিধান যথাযথভাবে পালনের জন্য দায়ী থাকবেন।

(৫) কোন স্কুলের ডীন বোর্ড কর্তৃক, ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং তিনি তিন বৎসরের মেয়াদে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, এবং যদি ডীন নিয়োগের জন্য কোন অধ্যাপক পাওয়া না যায় তাহা হইলে ভাইস-চ্যান্সেলর যে কোন একজন উপযুক্ত শিক্ষককে উক্ত পদে নিয়োগ করিবার জন্য বোর্ডের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন।

(৬) সকল একাডেমিক বিষয় স্কুলসমূহের মাধ্যমে একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২৪। **পাঠ্যক্রম কমিটি**।---

(১) প্রত্যেকটি বিষয় বা বিষয়-সমষ্টির জন্য এক একটি করিয়া পাঠ্যক্রম কমিটি থাকবে, যাহা পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস প্রণয়ন এবং সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশনের অধীনে উহার উপর অর্পিত অন্যান্য কার্য সম্পাদনের জন্য দায়ী থাকিবে।

(২) পাঠ্যক্রম কমিটির গঠন ও মেয়াদ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

২৫। **অর্থ কমিটি**।---

(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে অর্থ কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর , যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক পর্যায়ক্রমে মনোনীত একজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত চারজন ব্যক্তি যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক হইতে বা থাকিতে পারিবেন না এবং যাঁহাদের মধ্যে অন্যূন দুইজনকে অর্থ এবং প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিলের মনোনীত একজন ডীন;

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য যাঁহাদিগকে অর্থ ও প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে।

(২) কোষাধ্যক্ষ অর্থ কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) অর্থ কমিটির কোন মনোনীত সদস্য দুই বৎসরের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহার পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) অর্থ কমিটি-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ও ব্যয়ের তত্ত্বাবধান করিবে;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল, সম্পদ ও হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে বোর্ডকে পরামর্শ দান করিবে; এবং

(গ) সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

২৬। ওয়ার্কস কমিটি।---

(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে ওয়ার্কস কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর , যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত চারজন ডীন;

(ঘ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন স্থপতি, একজন প্রকৌশলী এবং একজন অর্থ বিশেষজ্ঞ;

(ঙ) পূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন প্রকৌশলী।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী ওয়ার্কস কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ওয়ার্কস কমিটির কোন মনোনীত সদস্য দুই বৎসরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেনঃ
তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহার পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) ওয়ার্কস কমিটির কার্যাবলী সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৭। ষ্টাফ অ্যাফেয়ার্স কমিটি।---

(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে ষ্টাফ অ্যাফেয়ার্স কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক পর্যায়ক্রমে মনোনীত দুইজন ডীন;

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহির হইতে মনোনীত প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে দুইজন বিশেষজ্ঞ।

(২) রেজিস্ট্রার ষ্টাফ অ্যাফেয়ার্স কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ষ্টাফ অ্যাফেয়ার্স কমিটির কোন মনোনীত সদস্য দুই বৎসরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেনঃ
তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহার পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) ষ্টাফ অ্যাফেয়ার্স কমিটির কার্যাবলী সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৮। **বাছাই বোর্ড।---**

(১) বিশ্ববিদ্যালয় এবং উহার আঞ্চলিক কেন্দ্র ও বিভাগসমূহের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে সুপারিশ করার জন্য বাছাই বোর্ডসমূহ থাকিবে।

(২) বাছাই বোর্ডের গঠন এবং কার্যাবলী সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৯। **বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।---**

সংবিধি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ হিসাবে ঘোষিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩০। **শৃঙ্খলা বোর্ড।---**

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শৃঙ্খলা বোর্ড থাকিবে।

(২) শৃঙ্খলা বোর্ডের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩১। **সংবিধি।---**

এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, সংবিধি দ্বারা নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয় সম্পর্কে বিধান করা যাইবে, যথা:-

(ক) সম্মানসূচক ডিগ্রী অর্পণ;

(খ) ফেলোশীপ, বৃত্তি ও পুরস্কার প্রবর্তন;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পদবী, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষসমূহের গঠন, ক্ষমতা ও কর্তব্য নির্ধারণ;

(ঙ) আঞ্চলিক কেন্দ্র, স্কুল, বিভাগ ও ইনষ্টিটিউট স্থাপন এবং উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ; এবং শিক্ষা ও গবেষণা এবং উহাদের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারীর নিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণার্থে অবসর ভাতা, যৌথ বীমা, কল্যাণ তহবিল ও ভবিষ্য তহবিল গঠন;

(জ) এই আইনের অধীন সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে বা হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য বিষয়।

৩২। **সংবিধি প্রণয়ন।---**

(১) এই ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে বোর্ড সংবিধি প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) তফসিলে বর্ণিত সংবিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি হইবে।

(৩) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষের মর্যাদা, ক্ষমতা বা গঠনকে প্রভাবিত করে এইরূপ কোন সংবিধি প্রণয়নের প্রস্তাব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উক্ত প্রস্তাবের উপর অভিমত প্রদানের সুযোগ না দিয়া, করিতে পারিবে না; এবং এইরূপ কোন অভিমত থাকিলে উহা লিখিত হইতে হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক বিবেচনার পর প্রস্তাবিত সংবিধির খসড়াসহ চ্যান্সেলরের নিকট পেশ করিতে হইবে।

৩৩। **বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন।---**

এই আইন ও সংবিধির বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন দ্বারা নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয় সম্পর্কে বিধান করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট নিমিত্ত পাঠ্যক্রম;

(খ) শিক্ষাদান কার্যক্রম এবং পাঠ্যক্রমসমূহ সংগঠন ও প্রস্তুতকরণ;

(গ) টিউটোরিয়াল ও পরামর্শ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট পাঠ্যক্রমের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের এবং সকল ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট অর্জনের যোগ্যতা সম্পর্কিত শর্তাবলী;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তি;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে অধ্যয়ন এবং ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বাবদ প্রদেয় ফিস;

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটি গঠন ও উহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(জ) পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা; এবং

(ঝ) এই আইন বা সংবিধির অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে এইরূপ সকল বিষয়।

৩৪। **বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন প্রণয়ন।---**

(১) বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) ছাত্র-ভর্তি অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সমমানের হিসাবে কোন পরীক্ষাকে স্বীকৃতি দান অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাঠ্যক্রমে ভর্তির যোগ্যতা নিরূপণ সংক্রান্ত কোন রেগুলেশন একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক ইহার খসড়া প্রস্তাব না করা পর্যন্ত, প্রণয়ন করা যাইবে না;

(খ) পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা অথবা পরীক্ষার মান বা পাঠ্যক্রমের মানকে প্রভাবিক করিতে পারে এইরূপ কোন রেগুলেশন, সংশ্লিস্ট স্কুলের প্রস্তাব অনুযায়ী একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার খসড়া প্রস্তাব না করা পর্যন্ত প্রণয়ন করা যাইবে না;

(গ) বোর্ড একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তাবিত কোন খসড়া সংশোধন করিতে পারিবে না; তবে বোর্ড উহা বাতিল করিতে অথবা আংশিক বা পূর্ণ সংশোধনীর পরামর্শ প্রদান করিয়া উহা একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট ফেরত দিতে পারিবে।

(২) যে ক্ষেত্রে বোর্ড একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তাবিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশনের খসড়া বাতিল করে সেইক্ষেত্রে একাডেমিক কাউন্সিল উক্ত খসড়া বোর্ড এর নিকট প্রথম পেশ করার তারিখ হইতে ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পর পুনরায় উহার নিকট পেশ করিতে পারিবে।

৩৫। **প্রবিধান**।---

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষসমূহ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে এই আইন, সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশনের সহিত সংগতিপূর্ণ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) উহাদের নিজ নিজ সভায় অনুসরণীয় কার্যবিধি প্রণয়ন এবং কোরাম গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য-সংখ্যা নির্ধারণ করা;

(খ) এই আইন, সংবিধি বা বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন মোতাবেক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণযোগ্য সকল বিষয় সম্পর্কে বিধান করা;

(গ) উক্ত কর্তৃপক্ষসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট অথচ আইন, সংবিধি বা বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন বিধৃত নয় এইরূপ সকল বিষয়ে বিধান করা।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার সভার তারিখ এবং সভার বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে উহার সদস্যগণকে নোটিশ প্রদান এবং সভার কার্যবিবরণীর রেকর্ড সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন করিবে।

(৩) বোর্ড কোন প্রবিধান তৎকর্তৃক নির্ধারিত প্রকারে সংশোধন করার বা বাতিল করার নির্দেশ দিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষ অনুরূপ নির্দেশে সন্তুষ্ট না হইলে বিষয়টি সম্পর্কে চ্যান্সেলরের নিকট আপীল করিতে পরিবে এবং আপীলটির উপর চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৩৬। **বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে ভর্তি**।---

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত ভর্তি কমিটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং ভর্তি কমিটি স্কুলসমূহের পরামর্শ অনুযায়ী ছাত্র ভর্তি বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিবে।

(২) যে সকল শর্তাধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট পাঠ্যক্রমে ছাত্র ভর্তি করা হইবে তাহা বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৭। **পরীক্ষা**।---

(১) বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার যাবতীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ভাইস-চ্যান্সেলর উক্ত রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সকল পরীক্ষক নিয়োগ করিবেন।

(২) কোন পরীক্ষার সময়ে কোন পরীক্ষক কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ভাইস-চ্যান্সেলর তাহার শূন্যপদে অন্য একজন পরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রশ্নসমূহের মডারেশন করা এবং পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করিয়া উহা প্রকাশের লক্ষ্যে একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট পেশ করার জন্য একাডেমিক কাউন্সিল উহার নিজস্ব সদস্যদের সমন্বয়ে বা অন্যান্য ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে বা উভয়ের সমন্বয়ে উহার বিবেচনায় উপযুক্ত পরীক্ষা কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন।

৩৮। চাকুরীর শর্তাবলী।---

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী লিখিত চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত হইবেন, চুক্তিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের নিকট গচ্ছিত থাকিবে এবং প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে উহার একটি অনুলিপি দেওয়া হইবে।

(২) ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ও কোষাধ্যক্ষ চাকুরীর শর্তাবলী অনুযায়ী চাকুরীতে বহাল থাকিবেন বা অপসারিত হইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক শিক্ষক, কর্মচারী বা উপরোক্ত তিনজন কর্মকর্তা বাদে অন্য কর্মকর্তাগণকে তাহার কর্তব্যে অবহেলা, অসদাচারণ, নৈতিক স্খলন, অর্থ আত্মসাৎ, সন্ত্রাস, জালিয়াতি বা অদক্ষতার কারণে চাকুরী হইতে অপসারণ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তাহাকে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে দুই সপ্তাহের নোটিশ দ্বারা কৈফিয়ত তলব করিবেন। কৈফিয়তের জবাব সন্তোষজনক না হইলে তাহার উপরস্থ কর্মচারী দ্বারা একটি তদন্ত করিতে হইবে এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে। তদন্তের রিপোর্ট তিন মাসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে। তদন্তের রিপোর্ট সন্তোষজনক না হইলে তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণ বা পদচ্যুত বা অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা যাইবে। তদন্তকালীন সময়ে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইবে এবং সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি জীবন-ধারণ ভাতা (Subsistence allowance) পাইবেন। যে কোন শাস্তির বিরুদ্ধে তিনি ৪৪ দফা মোতাবেক চ্যান্সেলরের নিকট (এক মাসের মধ্যে) আপীল করিতে পারিবেন।

৩৯। বার্ষিক প্রতিবেদন।---
বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করিয়া পরবর্তী শিক্ষা বৎসরের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে বা তৎপূর্বে উহা চ্যান্সেলরের নিকট পেশ করিতে হইবে।

৪০। বার্ষিক হিসাব।---
(১) বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা হইবে এবং উহা মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে।
(২) বার্ষিক হিসাব, নিরীক্ষা-প্রতিবেদনের অনুলিপিসহ, কমিশনের নিকট পেশ করিতে হইবে।

৪১। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাসমূহের গঠন সম্পর্কিত বিরোধ।---

এই আইন, সংবিধি বা বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশনে এতদসম্পর্কিত বিধানের অবর্তমানে কোন ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন সংস্থার সদস্য হওয়ার অধিকার সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে উহা যে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা গঠনের জন্য দায়ী ছিলেন সেই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে উহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৪২। আকস্মিক সৃষ্ট শূন্যপদ পূরণ।---

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন সংস্থার পদাধিকারবলে সদস্য নহেন এইরূপ কোন সদস্যের পদে কোন কারণে আকস্মিক শূন্যতা সৃস্টি হইলে যে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সদস্যকে মনোনীত অথবা নিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ যতশীঘ্র সম্ভব উক্ত শূন্য পদ পূরণ করিবেন এবং যে ব্যক্তি এইরূপ শূন্যপদে মনোনীত অথবা নিযুক্ত হইবেন তিনি যাহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন তাহার অসমাপ্ত কার্যকালের জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সদস্য পদে বহাল থাকিবেন।

৪৩। সদস্যপদ শূন্য থাকার কারণে কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কার্যধারা অসিদ্ধ না হওয়া।---

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সদস্যপদ শূন্য থাকার কারণে উহার কোন কার্যধারা বাতিল বা অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

৪৪। চ্যান্সেলরের নিকট আপীল।---

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চ্যান্সেলরের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং চ্যান্সেলর উক্ত আপীল প্রাপ্তির পর উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষকে আপীলটি কেন গৃহীত হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য সুযোগ দিবেন।

(২) চ্যান্সেলর এইরূপ আপীল সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন অথবা নিজে বা কোন কমিটির মাধ্যমে আপীলকারীকে একটি শুনানীর সুযোগ দিয়া দুই মাসের মধ্যে আপীল নিষ্পন্ন করিবেন।

৪৫। অবসর ভাতা ও ভবিষ্য তহবিল।---

সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং শর্তাবলী সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীর কল্যাণার্থ যেইরূপ সমীচীন মনে করিবে সেইরূপ অবসর ভাতা বা আনুতোষিক প্রদান এবং যৌথ বীমা, কল্যাণ তহবিল ও ভবিষ্য তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

৪৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন (BIDE) একীভূতকরণ।---

(১) এই আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন (BIDE) বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত একীভূত হইবে এবং উহার সকল সম্পদ ও দায়-দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হইবে; এবং উক্ত ইনষ্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিতে না চাহিলে তিনি এই আইন বলবৎ হইবার তিন মাসের মধ্যে সেইমর্মে লিখিতভাবে ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট তাহার ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যদি বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপ-ধারা (১) এর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে নিয়োজিত না থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত না করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার পদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহার চাকুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরীর শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) যদি উক্ত ইনষ্টিটিউটের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে নিয়োজিত না থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন তাহা হইলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে উহার চাকুরী প্রেষণে নিয়োজিত থাকিতে পারিবেন।

৪৭। কার্য পদ্ধতি।---

এই আইনের বা ইহার অধীন প্রণীত কোন সংবিধির অধীন গঠিত কোন বোর্ড বা কমিটি উহার সভার ও অন্যান্য কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

৪৮। অসুবিধা দূরীকরণ।---

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে বা উহার কোন কর্তৃপক্ষের প্রথম বৈঠকের ব্যপারে এই আইনের বিধানাবলী প্রথমবার কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সমীচীন বা প্রয়োজনীয় বলিয়া চ্যান্সেলরের নিকট প্রতীয়মান হইলে তিনি আদেশ দ্বারা এই আইন ও সংবিধির সহিত যতদূর সম্ভব সংগতি রাখিয়া যে কোন পদে নিয়োগদান বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই প্রকার প্রত্যেকটি আদেশ এইরূপে কার্যকর হইবে যেন উক্ত নিয়োগদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ এই আইনের বিধান অনুসারেই করা হইয়াছে।

তফসিল

[ধারা ৩২(২) দ্রষ্টব্য]

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি

১। **সংজ্ঞা।---**

বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে-

ক) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৮ নং আইন);

খ) "কমিশন" অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (P. O. No. 10 of 1973) দ্বারা গঠিত University Grants Commission of Bangladesh;

গ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ১৮তে উল্লিখিত কোন কর্তৃপক্ষ;

ঘ) "ধারা" অর্থ আইনের কোন ধারা।

২। **বোর্ডের ক্ষমতা।---**

ধারা ২০এ বর্ণিত ক্ষমতাসমূহ ছাড়াও বোর্ডের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতাসমূহ থাকিবে, যথা:-

ক) পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা এবং ঐ সকল পদে নিয়োগ করা;

খ) একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে ফেলোশীপ এবং শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য পদ সৃষ্টি করা এবং ঐ সকল পদে নিয়োগ করা;

গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ এবং তৎসংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় এজেন্ট নিয়োগ করা;

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী সূচারুরূপে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কোন ইমারত ও আঙ্গিনা তৈয়ার বা ভাড়া করা এবং কোন আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থাকরণ;

ঙ) এই আইনের অধীন কোন কর্তৃপক্ষ বা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন চুক্তি সম্পাদন, পরিবর্তন, বাস্তবায়ন বা বাতিলকরণ;

চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের কোন উদবৃত্ত বা অব্যহৃত অর্থ Trust Act, 1882 (II of 1882) এর section 20 এর অধীন কোন সিকিউরিটিতে বা কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ে বিনিয়োগকরণ অথবা আশু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নহে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের এমন কোন অর্থ কোন ব্যাংকে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গচ্ছিত (fixed deposit) রাখা এবং উক্ত ব্যাংক হইতে উক্তরূপ গচ্ছিত অর্থ ও সিকিউরিটির বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করা;

ছ) যথাযথ বলিয়া বিবেচিত কোন উদ্দেশ্যে কোন কমিটি নিয়োগ করা এবং কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হইলে, উক্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরীর শর্তাবলী এবং তাহাদের বাসস্থানের (যদি থাকে) নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন প্রণয়ন করা; এবং

ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বা কার্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট এমন কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা যে বিষয় সম্পর্কে আইন, সংবিধি বা বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন কোন সুস্পষ্ট বিধান করা হয় নাই।

৩। **একাডেমিক কাউন্সিলের ক্ষমতা।---**

একাডেমিক কাউন্সিলের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতাসমূহ থাকিবে, যথা:-

(ক) অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক বা প্রভাষকের পদ বা কোন শিক্ষামূলক পদ এবং পরিচালক, আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালক ও উপ-পরিচালকের পদ সৃষ্টি এবং ঐ সকল পদের কর্তব্য বা পারিশ্রমিক সম্পর্কে বোর্ডের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা;

(খ) ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট, ফেলোশীপ, বৃত্তি, পুরস্কার, প্রদর্শনী ও পদক প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রবিধান প্রণয়ন করা এবং উক্ত প্রবিধান অনুযায়ী উহা প্রদান করা;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ ও স্টাডি সেন্টারের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং উহাদের ব্যবহার সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করা;

(ঘ) বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, স্কুলসমূহের গঠন ও পুর্নগঠন সম্পর্কিত পরিকল্পনাসমূহ (Schemes) প্রণয়ন, পরিবর্তন বা সংশোধন করা এবং স্কুলসমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা;

(ঙ) বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন শিক্ষকের দায়িত্ব অর্পণ করা;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যের উন্নয়ন এবং গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে গবেষণা প্রতিবেদন তলব করা;

(ছ) যথাযথ বলিয়া বিবেচিত কোন উদ্দেশ্যে কোন কমিটি নিয়োগ করা এবং কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হইলে, উক্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪। **স্কুলসমূহ।---**

প্রত্যেকটি স্কুল নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

ক) উহার ডীন, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

খ) উহার অধ্যাপকবৃন্দ;

গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক পর্যায়ক্রমে মনোনীত স্কুলের অবশিষ্ট শিক্ষকদের মধ্য হইতে দুই বৎসরের জন্য এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক;

ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুষদে নিযুক্ত এমন বিষয়সমূহের শিক্ষকবৃন্দ যে বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট স্কুলের বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত নহে, কিন্তু উহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত।

৫। **স্কুলসমূহের ক্ষমতা।---**

স্কুল হইবে একটি উপদেষ্টা সংস্থা যাহার সিদ্ধান্ত একাডেমিক কাউন্সিলে পেশ করিতে হইবে; এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, প্রত্যেক স্কুলের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

ক) পাঠ্যক্রম কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী স্কুলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের পরীক্ষকগণের নাম সম্পর্কে ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট সুপারিশ করা;

খ) ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য বিশেষ সম্মান প্রদানের শর্তাবলী সম্পর্কে একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

গ) অধ্যাপকসহ অন্যান্য শিক্ষকের পদ সৃষ্টি সম্পর্কে একাডেমিক কাউন্সিলে প্রস্তাব প্রেরণ করা;

ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য বিষয়ের নিষ্পত্তি করা।

৬। **ডীন।---**

(১) ডীন প্রত্যেক স্কুলের নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) ডীন, তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হইয়া কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, তাঁহার পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ডীন অনুপস্থিত থাকিলে, ভাইস-চ্যান্সেলর অনুরূপ অনুপস্থিতিকালে অস্থায়ীভাবে ডীনের পদের দায়িত্ব পালন করার জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ডীনের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সকল সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

(৪) ডীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য কার্যক্রমের তালিকাসমূহ স্কুলের বিভাগসমূহে প্রেরণ করিবেন এবং ঐ সকল বিভাগে শিক্ষা প্রদান সম্পর্কে দায়ী থাকিবেন।

(৫) ডীন কোন স্কুলের যে কোন কমিটির যে কোন সভায় উপস্থিত হইয়া বক্তব্য রাখার অধিকারী হইবেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য না হইয়া থাকিলে তিনি উহার সভায় ভোট দিতে পারিবেন না।

৭। **অর্থ কমিটি।---**

(১) অর্থ কমিটি বোর্ডের কর্তৃত্ব সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী থাকিবে।

(২) ধাপ (গ্রেড) সংশোধন, স্কেল উন্নয়ন এবং বাজেটের অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কোন বিষয় সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ বোর্ড কর্তৃক বিবেচনার পূর্বে অর্থ কমিটি কর্তৃক পরীক্ষিত হইবে।

(৩) কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক হিসাব এবং আর্থিক প্রাক্কলন বিবেচনা ও মতামতের জন্য অর্থ কমিটিতে পেশ করিতে হইবে এবং তৎপর উহা বোর্ডের নিকট পেশ করিতে হইবে।

৮। **একাডেমিক প্লানিং কমিটি।---**

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি একাডেমিক প্লানিং কমিটি থাকিবে, যাহা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে একাডেমিক কাউন্সিল ও ভাইস-চ্যান্সেলরকে সহায়তা দান করিবে।

(২) একাডেমিক প্লানিং কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর ;

(খ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ;

(গ) বোর্ড কর্তৃক স্কুলসমূহ হইতে মনোনীত দুইজন ডীন;

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত দুইজন সদস্য;

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহির হইতে মনোনীত দুইজন বিশেষজ্ঞ।

(৩) ভাইস-চ্যান্সেলর বা তাঁহার মনোনীত কোন ব্যক্তি একাডেমিক প্লানিং কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন।

(৪) রেজিস্ট্রার একাডেমিক প্লানিং কমিটির সচিব হিসাবে কাজ করিবেন।

৯। **পাঠ্যক্রম কমিটি।---**

(১) স্কুলের এইরূপ প্রত্যেক বিষয় ও কতিপয় বিষয়ের গ্রুপের জন্য একটি পাঠ্যক্রম কমিটি গঠিত হইবে, যে বিষয় বা বিষয়গুলি স্কুলের বিবেচনায় একটি কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা প্রয়োজন।

(২) পাঠ্যক্রম কমিটি সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যক্রমসমূহের সহিত জড়িত শিক্ষকগণ এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য মনোনীত প্রচার মাধ্যম ও দূরশিক্ষণ বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) উক্তরূপ প্রত্যেক কমিটির চেয়ারম্যান বা আহ্বায়ক ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৪) যদি একই স্কুলের দুই বা ততোধিক পাঠ্যক্রম কমিটি যৌথভাবে সভায় মিলিত হয়, তবে স্কুলের ডীন যৌথ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন; এবং যদি কমিটিগুলি বিভিন্ন স্কুলের আওতাধীন হইয়া থাকে, তবে যৌথ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন ভাইস-চ্যান্সেলর অথবা ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত একজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর বা একজন ডীন।

১০। **পাঠ্যক্রম কমিটির কার্যাবলী।---**
পাঠ্যক্রম কমিটি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে স্কুলসমূহের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিবেন, যথাঃ-

(ক) পাঠ্য বিষয়সমূহ;

(খ) বহু-মাধ্যম শিক্ষণ ব্যবস্থা;

(গ) রেফারেন্স বইসমূহের তালিকাসহ পাঠ্যক্রম;

(ঘ) পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পাঠ্যক্রমসমূহের মধ্যে সংযোগ সাধন বা উহাদের একত্রীকরণ;

(ঙ) বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষকদের নাম-সূচী;

(চ) শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের যোগাযোগ কর্মসূচী।

১১। **ওয়ার্কস কমিটি।---**

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ওয়ার্কস কমিটি থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর , যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ;

(গ) স্কুলসমূহ হইতে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত চারজন ডীন;

(ঘ) বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত একজন স্থপতি, একজন প্রকৌশলী এবং অর্থ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ;

(ঙ) পূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন প্রকৌশলী।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী ওয়ার্কস কমিটির সচিব হিসাবে কাজ করিবেন।

(৩) ঠিকাদার বাছাই, চুক্তি সম্পাদন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্তকর্ম সম্পর্কে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নীতিগত বিষয়াবলীর জন্য ওয়ার্কস কমিটি দায়ী থাকিবে।

১২। সম্মানসূচক ডিগ্রী।---

(১) সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের কোন প্রস্তাব একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক বোর্ডের নিকট প্রেরিত হইবে এবং বোর্ড প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলে উহা চ্যান্সেলরের নিকট তাঁহার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে।

(২) বোর্ড, চ্যান্সেলরের অনুমতিক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

১৩। বাছাই বোর্ড।---

(১) বেতনভূক পরিচালক, অধ্যাপক, আঞ্চলিক পরিচালক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও উপ-পরিচালকগণের নিয়োগের জন্য একটি বাছাই বোর্ড থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত তিনজন সদস্য;

(গ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের কমপক্ষে একজন বিশেষজ্ঞসহ তিনজন বিশেষজ্ঞ।

(২) দফা (১) এর অধীন গঠিত বাছাই বোর্ড, কোন স্কুলের পরিচালক ব্যতীত, অধ্যাপক, আঞ্চলিক পরিচালক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং উপ-পরিচালক নিয়োগের ব্যাপারে বোর্ডের নিকট সুপারিশ করিবে, বোর্ড কর্তৃক সুপারিশ গৃহীত হইলে তদানুসারে নিয়োগ প্রদান করা হইবে; এবং যদি বোর্ড কর্তৃক সুপারিশ গৃহীত না হয় তবে বিষয়টি চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরিত হইবে এবং বিষয়টির উপর তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৩) বোর্ড তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, বিশেষভাবে খ্যাত কোন যোগ্য ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা পরিচালক পদে নিয়োগ দান করিতে পারিবে।

১৪। অন্যান্য শিক্ষক এবং অফিসার নিয়োগের জন্য বাছাই বোর্ড।---

(১) বোর্ড, একটি বাছাই বোর্ডের সুপারিশক্রমে, অনুচ্ছেদ ১৪তে উল্লিখিত শিক্ষক এবং কর্মকর্তাগণ ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(২) বাছাই বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) সংশ্লিষ্ট স্কুলের ডীন বা সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রধান;

(ঘ) বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর দুইজন মনোনীত বিশেষজ্ঞ।

(৩) ভাইস-চ্যান্সেলর, সংশ্লিষ্ট স্কুলের ডীন বা সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের সুপারিশক্রমে, অধ্যাপক বা অফিস প্রধানের পদ ব্যতীত, অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে, সাধারণতঃ অনূর্ধ ছয় মাসের জন্য অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবেন।

15। **বেতন বৃদ্ধি।---**

কোন শিক্ষক কিংবা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সফলতার সহিত সম্পাদনের স্বীকৃতিস্বরূপ অনর্জিত বেতন-বৃদ্ধি প্রদান করা যাইবে, তবে শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এই বেতন-বৃদ্ধি মঞ্জুর করা যাইবে না; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল দায়িত্বের জন্য কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাইবে সেই সকল দায়িত্বের মধ্য হইতে একাধিক দায়িত্ব কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদান করা যাইবে না।

১৬। **বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়িত্ব।---**

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়িত্ব হইবে-

(ক) বহুমুখী যোগযোগ-মাধ্যমের শিক্ষা উপকরণ, টিউটোরিয়াল, আলোচনা, সেমিনার, প্রদর্শনী এবং অনুরূপ অন্যান্য পদ্ধতিতে ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান;

(খ) বহুমুখী যোগাযোগ-মাধ্যমের শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতের পরিকল্পনা করা এবং উহা প্রস্তুত করা; এবং উহা ব্যবহার করা;

(গ) গবেষণা পরিচালনা, নির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধান করা;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়এবং উহার স্কুলেসমূহের পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য উপকরণ প্রণয়ন, পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা, গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রমিক ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম সংগঠনে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান করা;

(ঙ) আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং ষ্টাডি সেন্টারের কর্মকান্ড সংগঠনে বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করা;

(চ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক তাঁহাদের উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

১৭। **রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব।---**

রেজিস্ট্রার পরিচালক (প্রশাসন) হিসাবে কাজ করিবেন এবং-

(ক) সকল রেকর্ডপত্র, সাধারণ সীলমোহর এবং বোর্ড কর্তৃক তাঁহার জিম্মায় ন্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সম্পত্তির জিম্মাদার হইবেন;

(খ) সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক পত্র-যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন;

(গ) বোর্ড, একাডেমিক কাউন্সিল এবং এই আইনে ভিন্নরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে, এমন অন্যান্য কমিটির সচিব হিসাবে কাজ করিবেন যে কমিটিতে তাঁহাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়;

(ঘ) দফা (গ) তে বর্ণিত কর্তৃপক্ষসমূহের সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং উহার কার্যবিবরণীসমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন;

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, ভাইস-চ্যান্সেলর লিখিতভাবে উপরি-উল্লিখিত যে কোন বা সকল দায়িত্ব অন্য যে কোন ব্যক্তির উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৮। মনোনীত সদস্যদের মেয়াদ।---

ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, এই সংবিধির অধীন গঠিত কোন কমিটি বা বোর্ডের কোন সদস্যের পদের মেয়াদ হইবে দুই বৎসর, তবে তাঁহার পদের মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

১৯। আনুতোষিক।---

কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন পাঁচ বৎসর, কিন্তু দশ বৎসরের কম গণনাযোগ্য চাকুরী করার পর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে বা তাহার মৃত্যু হইলে, তাহাকে বা তাহার পরিবারকে তিনি যত বৎসরের গণনাযোগ্য চাকুরী করিয়াছেন উহার প্রতি পূর্ণ বৎসরের জন্য তাহার সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন অপেক্ষা বেশী নয় এই পরিমান অর্থ আনুতোষিক হিসাবে প্রদান করা হইবে।

২০। অবসর ভাতা।---

কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী করার পর অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে অথবা তাহার মৃত্যু হইলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে, অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী সম্পর্কে সরকার সময় সময় অবসর ভাতার যে হার নির্ধারণ করে সেই হারে তাহাকে বা তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পরিবারকে অবসর ভাতা প্রদান করা হইবে।

২১। অক্ষমতাজনিত অবসর ভাতা।---

যদি কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকুরীতে থাকাকালে শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার ফলে স্থায়ীভাবে পঙ্গু হইয়া পড়েন, তাহা হইলে সংবিধি বা বিধান মোতাবেক গণনাযোগ্য চাকুরীর ভিত্তিতে তিনি আনুতোষিক বা অবসর ভাতা, যাহাই প্রযোজ্য হয়, পাইবার অধিকারী হইবেন।

২২। পরিবারের জন্য অবসর ভাতা।---

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দশ বৎসর বা ততোধিক সময় গণনাযোগ্য চাকুরী করার পর কিন্তু অবসর গ্রহণের পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার পরিবার অনুরূপ ক্ষেত্রে সরকার উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারের অবসর ভাতা সম্পর্কে সময় সময় যে হার ও মেয়াদ নির্ধারণ করে সেই হারে ও মেয়াদে অবসর ভাতা পাইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দশ বৎসর বা ততোধিক সময় গণনাযোগ্য চাকুরী করিয়া অবসর গ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার পরিবার অনুরূপ ক্ষেত্রে সরকার উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারের প্রাপ্য অবসর ভাতা সম্পর্কে সময় সময় যে হার ও মেয়াদ নির্ধারণ করে সেই হারে ও মেয়াদে অবসর ভাতা পাইবে।

২৩। অবসর ভাতা সমর্পণ।---

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দশ বৎসর বা ততোধিক সময় গণনাযোগ্য চাকুরী করিয়া অবসর ভাতা পাইবার অধিকারী হইলে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার প্রাপ্য অবসর ভাতার অনধিক অর্ধাংশ সমর্পণ করিয়া তৎপরিবর্তে সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে এককালীন থোক অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন; তবে এইরূপ থোক অর্থ পাইতে হইলে, অবসর গ্রহণের পূর্বে যে কোন সময় তাহার উক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে; এবং উক্ত অর্থ অবসর গ্রহণের পর তাহাকে বা তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পরিবারকে প্রদান করা হইবে।

২৪। **ব্যাখ্যা।---**

অনুচ্ছেদ ১৯, ২০, ২১, ২২ ও ২৩ এর উদ্দেশ্যে-

(ক) "পরিবার" অর্থ কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর স্ত্রী বা স্ত্রীগণ বা ক্ষেত্রমত স্বামী, পুত্র ও কন্যাগণ এবং পুত্রের স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যায় বর্ণিত ব্যক্তি ছাড়াও অন্য যে কোন ব্যক্তিকে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে।

(খ) "গণনাযোগ্য চাকুরীকাল" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবেতন সার্বক্ষণিক কোন পদে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর যোগদানের তারিখ হইতে তাহার অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, চাকুরী হইতে অপসারণ বা মৃত্যুর কারণে চাকুরীর অবসান হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে যোগদানের পূর্বে কোন সরকারী সংস্থায় বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কোন শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত কোন বোর্ডে বা সংস্থায় বা কর্পোরেশনে চাকুরী করিয়া থাকিলে, উক্ত চাকুরীর অনধিক পনের বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে যোগদানের পূর্ববর্তী অনুরূপ চাকুরীকাল প্রাপ্ত সর্বমোট বেতনের ১০% ভাগের সমপরিমাণ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাবরে জমা দেন; অনুরূপ পূববর্তী চাকুরী একাধিক অফিস বা সংস্থায় করিয়া থাকিলেও বা উহার ধারাবাহিকতা বজায় না থাকিলেও উহা গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণ্য করার ব্যপারে কোন বিঘ্ন হইবে না যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানকালে অনুরূপ পূর্ববর্তী চাকুরীকাল ও তৎসহকারে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়:

আরও শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে ছুটি লইয়া বা প্রেষণে কোন সরকারী সংস্থায় অথবা বাংলাদেশের বা বহির্দেশীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কর্পোরেশনে চাকুরী করিয়া থাকিলে, উক্ত চাকুরীর সম্পূর্ণ সময় বা তিনি উহার যে অংশ অন্তর্ভুক্ত করাইতে চাহেন তাহা গণনাযোগ্য চাকুরী বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তিনি উক্ত চাকুরীকালে প্রাপ্ত সর্বমোট বেতনের ১০%, অথবা উক্ত সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীরত থাকিলে যে বেতন পাইতেন তাহার ১২.৫% এর সমপরিমাণ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাবরে জমা দেন।

২৫। **গণনাযোগ্য চাকুরীতে ঘাটতি।---**

এই সংবিধির কোন শর্ত পূরণের ক্ষেত্রে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রয়োজনীয় গণনাযোগ্য চাকুরীতে ঘাটতি দেখা দিলে-

(ক) ছয় মাস বা তদপেক্ষা কম সময়ের ঘাটতি মওকুফ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) ছয় মাসের অধিক কিন্তু এক বৎসরের অধিক নয় এইরূপ সময়ের ঘাটতি মওকুফ করা যাইতে পারে, যদি-

(অ) তিনি চাকুরীরত থাকাকালে মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন; অথবা

(আ) তিনি তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে, যেমন পঙ্গুত্ব বা পদের অবলুপ্তির কারণে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন, অথচ উক্ত নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত ঘটনা না ঘটিলে, তিনি আরও এক বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী করিতে পারিতেন;

(গ) এক বৎসরের অধিক সময়ের ঘাটতি কোন অবস্থাতেই মওকুফ করা হইবে না।

২৬। **বরখাস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অবসর ভাতা ইত্যাদির অপ্রাপ্যতা।---**
কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইলে তিনি সাধারণভাবে কোন অবসর ভাতা বা আনুতোষিক পাইবেন না, কিন্তু যদি বোর্ড মনে করেন যে, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে আনুতোষিক বা অবসর ভাতা দেওয়া সমীচীন, তবে সেইক্ষেত্রে তাহা প্রদান করা যাইবে।

২৭। **অবসর ভাতা ইত্যাদি গ্রহণের জন্য মনোনয়ন।---**
বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার পরিবারের প্রাপ্য অবসর ভাতা বা আনুতোষিক উহার প্রাপক বা প্রাপকগণের পক্ষে গ্রহণ করিবার জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দানের উদ্দেশ্যে-

(ক) এই সংবিধি প্রবর্তনের সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত থাকিলে, উক্ত প্রবর্তণের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে; এবং

(খ) তিনি উক্ত প্রবর্তনের তারিখের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে যোগদান করিলে অনুরূপ যোগদানের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে এই সংবিধির সহিত সংযুক্ত ফরমে রেজিস্ট্রারের নিকট একটি মনোনয়ন দাখিল করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রেজিস্ট্রার তাহার বিবেচনায় এই সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

২৮। **সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।---**

(১) বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ দফা (২) অনুসারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কে প্রণীত বিধিমালা, প্রয়োজনীয় রদবদল সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই সংবিধি প্রবর্তনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইতিপূর্বে গঠিত কোন ভবিষ্য তহবিলে কোন অর্থ জমা দিয়া থাকিলে উক্ত অর্থ উহার উপর অর্জিত সুদসহ এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে।

২৯। **পূর্বে গঠিত ভবিষ্য তহবিলের কার্যকরতা বন্ধ।---**
এই সংবিধি প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত বিদ্যমান কোন ভবিষ্য তহবিলের কার্যকরতা উক্ত প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং উক্ত তহবিলে জমাকৃত সকল অর্থ উহার উপর অর্জিত সুদসহ এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে।

৩০। **এম, এল, এস, এস, এর আনুতোষিক।---**

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সার্বক্ষণিক এম,এল,এস,এস, গণনাযোগ্য চাকুরী করার পর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলে বা পদত্যাগ করিলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহাকে বা ক্ষেত্রমত তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে, পেনসন পরিকল্পের অধীন আনুতোষিক সংক্রান্ত বিধানাবলী সাপেক্ষে, তাহার সক্রিয় চাকুরীর প্রত্যেকপূর্ণ বৎসরের জন্য এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন আনুতোষিকের উদ্দেশ্যে মাসিক বেতন হইবে অবসর গ্রহণ বা পদ ত্যাগ বা মৃত্যুর পূর্ববর্তী বৎসরের মাসিক গড় বেতন; তবে গড় বেতন গণনার ব্যাপারে

পূর্ণ বেতন হইতে কম বেতনে বা বিনা বেতনে ছুটির বা সাময়িক বরখাস্তেরে মেয়াদ বাদ দেয়া হইবে।

ব্যাখ্যা- এই অনুচ্ছেদের "গড় বেতন" বলিতে অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ বা মৃত্যুর পূর্ববর্তী বার মাসে আহরিত পূর্ণ বেতনের গড়।

(৩) প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভাইস-চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনুতোষিক এককালীন বা কিস্তিতে প্রদান করা যাইতে পারে।

(৪) দফা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আনুতোষিক প্রদান করা হইবে শুধুমাত্র-

(ক) যে ক্ষেত্রে একজন সার্বক্ষণিক এম, এল, এস, এস, অন্যূন বিশ বৎসর সক্রিয় চাকুরী করিয়াছেন; অথবা

(খ) যে ক্ষেত্রে একজন সর্বক্ষণিক এম, এল, এস, এস, অন্যূন বার বৎসর চাকুরী করিয়াছেন এবং তাহার বয়স অন্যূন পঞ্চান্ন বৎসর; অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে কোন সার্বক্ষণিক এম, এল, এস, এস, অন্যূন তিন বৎসর সক্রিয় চাকুরী করার পর মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(৫) দফা (৪) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, যে ক্ষেত্রে কোন এম, এল, এস, এস, তাঁহার চাকুরীর দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যুবরণ করেন বা দূর্ঘটনা কবলিত হন বা শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম হইয়া পড়েন এবং সে কারণে চাকুরী হইতে অপসারিত হন সেক্ষেত্রে বোর্ড উক্ত এম.এল.এস.এস-কে, দফা (১) এর অধীন প্রাপ্যতার সীমা সাপেক্ষে, উহা যেরূপ বিবেচনা করে সেরূপ অনুতোষিক মঞ্জুর করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদের "সক্রিয় চাকুরী" বলিতে দায়িত্ব পালনকালীন সময় ছাড়া এ পূর্ণ বেতনে ভোগকৃত ছুটি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৬) কোন সার্বক্ষণিক এম,এল,এস,এস, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার চাকুরীর নবম বৎসর পূর্ণ করিলে পরিচালক (প্রশাসন) তাঁহাকে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে, অবসর গ্রহণ বা পদ ত্যাগের পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে মৃত্যু তারিখে তিনি দফা (৪) এর অধীনে যে আনুতোষিক পাওয়ার অধিকারী হইতেন তাহার সম্পূর্ণ অর্থ কি ভাবে বিলি-বন্দেজ করা হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া, একটি ঘোষণা প্রদানের জন্য, যদি তিনি ইতিপূর্বে উহা প্রদান না করিয়া থাকেন, যে আহ্বান করিবেন; এবং তাঁহার আনুতোষিকের অর্থ উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী প্রদান করা হইবে।

(৭) কোন এম, এল, এস, এস, কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা যে কোন সময় প্রত্যাহারযোগ্য হইবে এবং তাহার মৃত্যুর পূর্বে পরিচালক (প্রশাসন) কর্তৃক প্রাপ্ত কোন নূতন ঘোষণা (যদি দেওয়া হইয়া থাকে) কার্যকর হইবে।

(৮) কোন এম,এল,এস,এস, এর বিবাহ বা পুনর্বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তৎকর্তৃক ইতিপূর্বে প্রদত্ত যে কোন ঘোষণা বাতিল হইয়া যাইবে এবং পরিচালক (প্রশাসন) কর্তৃক কোন সংশোধিত ঘোষণা প্রাপ্ত না হইলে তাহার আনুতোষিকের অর্থ দফা (১০) অনুযায়ী বন্টন করা হইবে।

(৯) যদি কোন ঘোষণায় কোন অপ্রাপ্ত ব্যক্তি মনোনীত করা হয় তাহা হইলে, উক্ত ব্যক্তি আনুতোষিকের অর্থ প্রদানের কালে ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকার ক্ষেত্রে তাহার কল্যাণার্থে আনুতোষিকের অর্থ কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে তাহা উক্ত ঘোষণায় উল্লেখ করিতে হইবে।

(১০) যে ক্ষেত্রে কোন সার্বক্ষণিক এম,এল,এস,এস, তাঁহার পরিবার রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু তাহার নিকট হইতে তাঁহার পরিবারের কোন সদস্য বা সদস্যগণের অথবা অন্য কোন ব্যক্তির অনুকূলে কোন ঘোষণা পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে তাহার আনুতোষিকের অর্থ তাহার ধর্মীয় আইন (Personal Law) অনুযায়ী বন্টন করা হইবে।

(১১) আনুতোষিকের অর্থ প্রদানের পূর্বে পরিচালক (প্রশাসন) আদালত কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ইস্যুকৃত উত্তরাধিকার সার্টিফিকেটের একটি প্রমাণিকৃত কপি গ্রহণ করিবেন; এবং আনুতোষিকের কল্যাণভোগী ব্যক্তিগণ তদনুসারে তাহাদের নিজ নিজ অংশ পাইবেন।

৩১। কল্যাণ তহবিল, ট্রাষ্টি বোর্ড ও তহবিল ব্যবস্থাপনা।---

(১) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, অত:পর কল্যাণ তহবিল বলিয়া উল্লিখিত নামে একটি তহবিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত হইবে এবং এই তহবিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং তাহাদের পরিবারের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুসারে যে সকল ব্যক্তি কর্তৃক কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের প্রয়োজন হয় না তাহারা উক্ত তহবিল হইতে কোন সুবিধা বা মঞ্জুরী লাভের অধিকারী হইবেন না, যদি না কল্যাণ তহবিল ট্রাষ্টি বোর্ড বিশেষ কারণে কোন ক্ষেত্রে উক্ত সুবিধা বা মঞ্জুরী প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিনা বেতনে ছুটিকালীন সময় ব্যতীত কর্মরত থাকাকালীন সকল সময়ের জন্য মাসিক ভিত্তিতে কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন, তবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক কোন চাঁদা প্রদেয় হইবে নাঃ-

(ক) ষাট বৎসরের বেশী বয়সে কোন ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(গ) খন্ডকালীণ ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(ঘ) অস্থায়ী ভিত্তিতে অথবা ছুটিজনিত শূন্য পদে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(ঙ) সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইতে পেনশনভোগী ব্যক্তি।

(৩) ন্যূনতম একটানা চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে, কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের হার হইবে নিম্নরূপঃ-

(ক) শিক্ষক মূল বেতনের ১%;

(খ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা মূল বেতনের ১%;

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী মূল বেতনের .২৫%;

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মূল বেতনের .১২৫%ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কল্যাণ তহবিল ট্রাষ্টি বোর্ড, সময় সময় বোর্ড অব গভর্ণর্স এর সম্মতিক্রমে, উক্ত হার পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) নিম্নবর্ণিত উৎসগুলি হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল গঠিত হইবেঃ-

(ক) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাসিক বেতন বিল হইতে তহবিলের চাঁদা হিসাবে কর্তিত অর্থ;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং

(ঘ) কল্যাণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ফলে প্রাপ্ত মুনাফা এবং সুদসহ সকল আয়।

(৫) কোন তফসিলী ব্যাংকে কল্যাণ তহবিলের নামে একটি হিসাব খুলিয়া তহবিলের সকল অর্থ উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে এবং কল্যাণ তহবিল ট্রাষ্টি বোর্ড, অত:পর এই অনুচ্ছেদে ট্রাষ্টি বোর্ড বলিয়া উল্লেখিত, হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি, ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও তৎকর্তৃক আরোপিত কোন শর্ত থাকিলে তাহা সাপেক্ষে, উক্ত হিসাব হইতে টাকা উত্তোলনসহ উহা-পরিচালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন; তহবিলের টাকা যথাসম্ভব প্রতি মাসের প্রথমার্ধে উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে।

(৬) প্রতি অর্থ বৎসরে কল্যাণ তহবিলের সুবিধাভোগীগণকে প্রদেয় অর্থের সম্ভাব্য পরিমান, পরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষণ) আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিবেন এবং উহার অতিরিক্ত অর্থ বোর্ড অব গভর্ণর্স কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে হইবে; এই বিনিয়োগ হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে, তবে কোন্ সিকিউরিটিতে কি পরিমান অর্থ কি শর্তে বিনিয়োগ করা হইবে তাহা নির্ধারণ করিবে কল্যাণ তহবিল ট্রাষ্টি বোর্ড।

(৭) পরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষণ) অর্থ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে তহবিলের সকল অর্থের হিসাব-নিকাশ সুস্পষ্টভাবে রক্ষণ করিবেন এবং এই হিসাব-নিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হিসাব-নিকাশের ন্যায় একই সঙ্গে সরকারী নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষা করাইতে হইবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই এই তহবিলের হিসাব-নিকাশের প্রাক-নিরীক্ষা করিতে পারিবে।

(৮) কল্যাণ-তহবিল ট্রাষ্টি বোর্ড, অত:পর ট্রাষ্টি বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত কর্তৃক কল্যাণ তহবিল পরিচালিত হইবে এবং নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে এই ট্রাষ্টি বোর্ড গঠিত হইবে যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বোর্ড অব গভর্ণর্স কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য;

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য, এই উপ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার; এবং

(ঙ) পরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষা), যিনি ট্রাষ্টি বোর্ডের সচিবও হইবেন।

(৯) কল্যাণ-তহবিল হইতে আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা তাহাদের পরিবারবর্গের দাবী মিটানো মঞ্জুরী অনুমোদন এবং তহবিলের অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যয়সহ

প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক সকল কাজ করিবার বা করাইবার ক্ষমতা ট্রাষ্টি বোর্ডের থাকিবে; এবং ট্রাষ্টি বোর্ড এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে আইন, তদাধীনে প্রণীত অন্যান্য বিধান এবং সংবিধি অনুসারে।

(১০) ট্রাষ্টি বোর্ডের সভা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(১১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে, তহবিল হইতে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা যাইবে, যথা:-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা যদি এইমর্মে প্রত্যায়ন করেন যে, কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এমন দৈহিক বা মানসিকভাবে বৈকল্যে ভুগিতেছেন যে তিনি তাহার পদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম এবং যে কারণে তাহাকে চাকুরীচ্যুত করা হয়, তবে উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারকে;

(খ) চাকুরীরত থাকাকালে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারকে;

(গ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বয়স ষাট বৎসর হওয়ার পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করিলে এবং তিনি ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ব্যাপী চাকুরী করিয়া থাকিলে, উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা তাহার পরিবারকে;

(ঘ) শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য কল্যাণকর হয় এমন যে কোন উদ্দেশ্যে, যাহা ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে---

(অ) এইরূপ আর্থিক মঞ্জুরী হইবে অনধিক দশ বৎসর অথবা উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী জীবিত থাকিলে, যে তারিখে তাহার বয়স ষাট বৎসর হইবে সেই তারিখ পর্যন্ত এই দুইয়ের মধ্যে যে মেয়াদ কম হয় সেই মেয়াদের জন্য;

(আ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী আর্থিক মঞ্জুরী আংশিকভাবে উত্তোলন করিবার পরে মৃত্যুবরণ করিলে, যেদিন তিনি উক্ত মঞ্জুরী প্রথম উত্তোলন করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে উক্ত দশ বৎসর মেয়াদ গণনা করা হইবে;

(ই) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবার যাহাতে এই উপ-অনুচ্ছেদের অধীনে আর্থিক মঞ্জুরীর সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাহার চাকুরীতে বহাল থাকাকালেই, ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একটি ছকে, এক বা একাধিক ব্যক্তি মনোনীত করিতে পারিবেন এবং উক্ত

মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ পরিবারের পক্ষে আর্থিক মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং কোন ক্ষেত্রে এইরূপ মনোনয়ন না থাকিলে ট্রাষ্টি বোর্ড এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১২) এই অনুচ্ছেদ অনুসারে যে সকল বিষয় ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে সেই সকল বিষয়ে এবং এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নকল্পে ট্রাষ্টি বোর্ড লিখিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩২। ভাইস-চ্যান্সেলরের দীর্ঘমেয়াদী এবং অন্যান্য ছুটি।---

(১) ভাইস-চ্যান্সেলরের দীর্ঘমেয়াদী (vacation) এবং অন্যান্য ছুটি নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারিত হইবেঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সাধারণ ছুটির দিন (holiday) ছাড়াও প্রতি শিক্ষা বৎসরে পূর্ণ বেতনে এক মাসের দীর্ঘমেয়াদী ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর, উক্ত পদে কর্মরত থাকাকালীন মেয়াদের প্রতি বৎসরের জন্য পূর্ণবেতনে এক মাস অর্জিত ছুটি পাইবেন এবং কোন কারণে উক্ত পদে কর্মরত থাকাকালে উক্ত অর্জিত ছুটি ভোগ না করিতে পারিলে উক্ত ছুটির পরিবর্তে পূর্ণ-বেতন পাইবেন;

(গ) দফা (খ) এর অধীনে অর্জিত ছুটি অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটির সহিত যোগ করা যাইবে না;

(ঘ) চ্যান্সেলর , বোর্ড অব গভর্ণর্সের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, ভাইস-চ্যান্সেলরকে, নৈমিত্তিক ও চিকিৎসা ছুটি ব্যতীত অন্যন্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন এবং এই দফার অধীন মঞ্জুরীকৃত ছুটি ভাইস-চ্যান্সেলরের প্রাপ্য যে কোন দীর্ঘমেয়াদী বা সাধারণ ছুটির আগে বা পরে যোগ করা যাইবে;

(ঙ) ভাইস-চ্যান্সেলর, বোর্ড অব গভর্ণর্সের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রতি বৎসর অনধিক দশ দিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন;

(চ) ভাইস-চ্যান্সেলরের চিকিৎসার ছুটি চ্যান্সেলর নির্ধারিত শর্তে নির্ধারিত সময়ের জন্য মঞ্জুর করিবেন।

(২) ভাইস-চ্যান্সেলর কোন সরকারী কর্মকর্তা না হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই শর্তাবলীর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্য তহবিলে সদস্য হইবেন।

৩৩। সংবিধির ব্যাখ্যা।---

এই সংবিধির কোন বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর বোর্ড অব গভর্ণর্সের একটি প্রতিবেদনসহ উহা চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদবিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ফরম

[সংবিধির অনুচ্ছেদ ২৬ দ্রষ্টব্য]

প্রাপকের পক্ষে অবসর ভাতা ও আনুতোষিক গ্রহণের মনোনয়ন পত্র

মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	মনোনয়নকারী কর্মচারীর সহিত মনোনীত ব্যক্তির সম্পর্ক	মনোনীত ব্যক্তির বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে, প্রত্যেকের প্রাপ্য অবসর ভাতা বা আনুতোষিকের পরিমাণ	কি কি কারণ ঘটিলে মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে	যদি মনোনীত ব্যক্তির মনোনয়নকারী পরে মারা যান সে ক্ষেত্রে এই অধিকার যাহার উপর বর্তাইবে তাহার নাম ঠিকানা, সম্পর্ক (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬

সাক্ষী

১। ....

২। ....

তারিখঃ ....

....

মনোনয়নকারীর স্বাক্ষর

নামঃ ....

পদবীঃ ....

বিভাগঃ ....

তারিখঃ ....

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশক্রমে
রেজিস্ট্রার,
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর ....

তারিখ ....

(অফিসের ব্যবহারের জন্য)

অদ্য................................ তারিখে জনাব/জনাবা ....(পদবী)... এর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সংবিধির ২৬ অনুচ্ছেদের অধীন মনোনয়ন ফরম গ্রহণ করা হইল।

রেজিস্ট্রার,
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখ ঃ ....

আবুল হাশেম
সচিব।

বদিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।